বিদেশিদের বেতন-ভাতায় ৩২ হাজার কোটি টাকা যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক

দক্ষতা বৃদ্ধিতে নেওয়া প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী

বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে কাজ করেন বিদেশিরা। তাঁরা এ দেশ থেকে বেতন-ভাতা বাবদ প্রতিবছর ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে যান। এই অর্থ বাংলাদেশের ৩২ হাজার কোটি টাকার সমান (প্রতি ডলার ৮০ টাকা হিসাবে)।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গতকাল সোমবার 'স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' (সেপ) শীর্ষক একটি প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই তথ্য দেন। তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

দেশে বিভিন্ন খাতে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় গত এপ্রিলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে প্রকল্পটি হাতে নেয়। পরে এর সঙ্গে সুইস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এসডিসি) যুক্ত হয়। এই প্রকল্পের অধীনে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন খাতের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে ২ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলা হবে। এর পরে দ্বিতীয় মেয়াদের দুই বছর মিলিয়ে মোট ৫ বছরে ১৫ লাখ দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি হবে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের দক্ষতার অভাব আছে। ... দক্ষতার উন্নয়ন ছাড়া উন্নতি করা সম্ভব নয়।'

আবদুল মুহিত বলেন, দক্ষতা বৃদ্ধির এই প্রশিক্ষণ এক থেকে ছয় মাসের হবে। ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পটি চলবে।

অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জালাল আহমেদ জানান, প্রকল্পটির আওতায় বিজিএমইএ ৪৩ হাজার ৮০০ লোক, বিকেএমইএ ৪১ হাজার ৩১০, বিটিএমএ ৩০ হাজার ৯৬০, বেসিস ২৩ হাজার, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ ১০ হাজার ২০০ এবং পিকেএসএফ ১০ হাজার লোককে দক্ষ করে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণ দেবে। এ ছাড়া চামড়া ও পাদুকা খাতের জন্য ২১ হাজার ৩৮৫ জনকে, নির্মাণে ১৩ হাজার ৫, হালকা প্রকৌশলে ৮ হাজার ৯৪০ এবং জাহাজ নির্মাণ খাতের জন্য ১০ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের পর ৭০ শতাংশ লোকের চাকরির ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান।

বিজিএমইএর সহসভাপতি রিয়াজ-বিন-মাহমুদ জানান, তাঁর সংগঠন গত জুন থেকে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৯৬ জনের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে। বর্তমানে ১ হাজার ৩৫০ জনের প্রশিক্ষণ চলছে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কর্মকর্তা ব্রজেস পান্ডে, এফবিসিসিআইয়ের সহসভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, বিজিএমইএর সহসভাপতি রিয়াজ-বিন-মাহমুদ ও এস এম মান্নান এবং সাবেক সহসভাপতি সিদ্দিকুর রহমান।

পরে অর্থমন্ত্রী বিজিএমইএ যাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের হাতে সনদ ও চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন।

15.09.2015 Prothom Alo